বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-১৫)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

হাকীমুল উম্মাহ, ড. আইমান আল-জাওয়াহিরীর ফায়সালা সিরিয়া পরিস্থিতিকে পালটে দেয়। নুসরা এতদিন "দাউলাতুল ইরাক & শাম" থেকে আত্মরক্ষা করে আসলেও, এখন তারা দাউলার উপর পালটা হামলা চালাতে শুরু করে।

.

পরিস্থিতি এতটা-ই গুরুতর ছিলো যে, শাইখ বাগদাদী মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন। তিনি ইরাক ফিরে যাওয়ার মনস্থ করলেন। দু'জন ব্যক্তি তার উপর চেপে বসে। তারা কিছুতেই ফিরে যেতে রাজি নন। হাজ্জী বকর বললেন, যদি ইরাক ফিরে যেতেই চান, তাহলে আপনি একা যান। আমি এবং আমার বাহিনী শামে-ই থাকবে। আবু বকর আল-কাহতানী বললেন, আপনি সাহস হারাবেন না। আপনার আনুগত্য করা সকল মুসলিমের উপর ফরজ। আমি সৌদি থেকে এই 'ফাতওয়া' এনে দিবো...!

.

শাইখ বাগদাদীও ফিরে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন না। তিনি শামে যেমন স্বাচ্ছন্দে চলা-ফেরা করছেন ইরাকে তেমন সম্ভব নয়। ইরাকে ছিলো যে কোনো সময় বিমান হামলার ভয়। সর্বোক্ষণ আত্মগোপনে থাকতে হতো।

.

কাহতানী দু'টি পরিকল্পনা নিলেন।

১: আরব উপদ্বীপে দাউলার প্রচার প্রসার ঘটানো। এবং নতুন সৈন্য সংগ্রহ করা। প্রভাবশালী মুফতীদের সমর্থন অর্জন করা।

২: আরব উপদ্বীপে দাউলার সমর্থনে একটি শক্তিশালী মিডিয়া সেন্টার তৈরি করা। ইন্টারনেট ভিত্তিক দুটি মিডিয়া সেন্টার গঠন করা হয়। একটি শাম ভিত্তিক। অপরটি সৌদি ভিত্তিক। উভয় সেন্টারেই সৌদি প্রকৌশলী যুবকরা কাজ করতো।

.

বুন্দার শাআলান, যার পরিচয় পূর্বে গিয়েছে। তার নেতৃত্বে সৌদিতে দাউলার সমর্থনে একটি পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদের সদস্যরা হলেন..!

১: নাসের আস-সাকীল,

২: তুরকী বেলআলী,

৩: আলাউয়ী আশ-শামরী,

৪: মাহমুদ আল-মাতুরী,

৫: হামদু রাইছ,

৬: সালেহ হুদাইফ,

৭: আবু বেলাল,

৮: আবদুল আজীজ,

পরিষদের সদস্যরা সৌদি আরব বা তার পার্শবর্তী রাষ্ট্রে আলেম সমাজের পরিচিত কেউ ছিলেন না।
শাআলানের এখন প্রধান কাজ হলো, সৌদির শুরা পরিষদ থেকে শাইখ বাগদাদীর সমর্থনে একটি ফাতওয়া প্রচার করা। এবং নুসরাকে বাতিল বলে প্রমাণ করা। যাতে শাইখ বাগদাদী শামে থাকার শরয়ী বৈধতা পান।

.

সৌদির শুরার পক্ষ থেকে তুরকী বেনআলী, এবং আবু আলী আল-জুবালীর যৌথ ভাবে একটি ভিডিও ডকুমেন্ট রিলিজ করা হয়। নাম দেওয়া হয় "বাগদাদীর বায়াতের প্রতি প্রসারিত হাত" । ভিডিওটিতে তুরকী বেনআলী ছদ্ম নাম ব্যবহার করেন। তিনি আবু হুমাম আল-আসারী নামে ভিডিওটিতে বক্তব্য রাখেন। তিনি শাইখ বাগদাদীর জন্য বায়াতকে ওয়াজিব করেন। বায়াত ভঙ্গের দায়ে নুসরাকে মুর্তাদ ফাতওয়া দেন ।

.

সিরিয়ায় একটি শুরা পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদের সদস্যদের নাম..!

১: ওমার আল-কাহতানী,

২: আবু আলী আল-আনবারী,

৩: আবু জাআ'ফর আল-হাত্যাব,

৪: আবু আলী ইবরাহীম সুলতান,

৫: উসমান নাযেহ,

এই পরিষদ মূলত একটি ফিকাহ বোর্ড। দাউলাতুল শামের মূল উপদেষ্টা এই পরিষদ নয়। মূল উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে আনবারী ও কাহতানী রয়েছেন। পাশাপাশি তারা ফিকাহ বোর্ডের দাযিত্বেও আছেন। তাদের কাজ হলো দাউলার মিডিয়া টিমকে নিয়ন্ত্রনে রাখা। বিভিন্ন আর্টিকেল লেখা। বাগদাদীর আনুগত্য ওয়াজিব বলে ফাতওয়া দেয়া। বিরধীদের মুর্তাদ প্রমাণ করা। দাউলার সৈন্যদের উপর বক্তব্য রাখা(ব্রেইন ওয়াশ করা)। বাগদাদীর মর্জাদা ও তার জীবনচরিত্রের উপর বই-পুস্তক লেখা ও বিনামূল্যে বিতরণ করা। এই পরিষদ বাগদাদীর ফজিলত নিয়ে দুটি বই লেখে। বই দুটির নাম "বায়াতুল আমসার লিলইমামিল মুখতার / আহকামুল বায়াত ফিল ইসলাম ওয়া তানজিলুহা আলা আহলে শাম" ।

.

সৌদি এবং শামে দুটি মিডিয়া সেন্টার থেকে অনলাইনে দাউলাকে "হাইলাইট" করে প্রচার ও প্রসার করা হতো। সেখান থেকে যে ফাতওয়া প্রচার করা হতো তা সিরিয়া ও আরব দেশগুলোতে তেমন সাড়া ফেলতো না। কারণ যাদের রেফারেন্সে ফাতওয়া দেয়া হচ্ছে তারা তেমন গ্রহণযোগ্য কেউ নন। হাজ্জী কবর কাহতানীকে চাপ প্রয়োগ করলেন। সৌদির গ্রহণযোগ্য মুফতীদের ফাতওয়া সংগ্রহের নির্দেশ করেন ।

.

কাহতানী সৌদির প্রভাবশালী মুফতীদের নিকট আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। বিশেষ করে সুলাইমান আল-আলওয়ান এবং আবদুল আজীজ আত-তারোফী এই দু'জনের ফাতওয়ার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন।

.

শাইখ বাগদাদী এবং হাজ্জী বকর লক্ষ করলেন, সৈন্যদের মধ্যে দাউলার প্রতি অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। মিডিয়া সেন্টার থেকে হত্যার ভিডিওগুলো প্রচার করে তারা বেকায়দায় পড়ে যান। একারণে অনলাইনে তাদের সমালোচনাই বেশি। বিশেষ করে মুহাম্মাদ বিন ফারেসকে জবাই করে হত্যার ভিডিও প্র কাশের পর, দাউলার অভ্যন্তরে বড়ধরণের ভাঙ্গন দেখা দেয়। সৈন্যদের মাঝে দাউলা থেকে পালিয়ে অন্য জামাতের সাথে যোগদেয়ার প্রবনতা দিন দিন বাড়তে থাকে।

.

মুহাম্মাদ বিন ফারেস ছিলেন আহরার আশ-শামের মধ্যস্থরের নেতা। তার হত্যাকাণ্ডের ভিডিও প্রকাশ দাউলার

সৈন্যদের মাঝে প্রভাব ফেলে। কাহতানী তার টুইটারে মুহাম্মদ ফারেসকে হত্যার বিষটি ভুলবশত হত্যা বলে স্বীকার করেন। হাজ্জী বকর হত্যার ভিডিও তৈরিকারীদের যেরা করার নির্দেশ করেন। এবং তাদের সাথে দাউলার কোনো সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণার নির্দেশ করেন। হত্যাকারীরা সকল দায় অস্বীকার করে বলেন, মিডিয়া টিমের আমীরের নির্দেশে এমন করা হয়েছে। অতএব হত্যার দায়ভার আমীরকেই সামলাতে হবে।

.

বিশ্ববরেণ্য ওলামাদের ফাতওয়া দাউলার বিপক্ষে আসতে থাকে। গত বিশ বছর যাদের ফাতওয়া ময়দানের সকল জামাত মেনে চলতো, তাদের ফাতওয়াগুলো দাউলার বিপক্ষে আসতে থাকে। আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী, আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনী এই দুই শাইখের ফাতওয়া গোটা আরব বিশ্ব মাথা পেতে মেনে নিতো। এছাড়া ইয়ামেন, সৌদি, জর্ডানের বরেণ্য মুফতীদের ফাতওয়া দাউলার কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করতো না। একারণে দিনে দিনে দাউলার ভাবমূর্তী ক্ষুণ্য হতে লাগলো।

.

সৌদি থেকে বরেণ্য আলিমদের ফাতওয়া সংগ্রহ করতে না পারার কারণে, হাজ্জী বকর এবং শাইখ বাগদাদী কাহতানীর উপর ক্রুদ্ধ হন। গ্রহণযোগ্য আলিম-মুফতীদের সমর্থন না পাওয়ার কারণে কাহতানি দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

১: বিপক্ষের আলিমদের মর্জাদায় আঘাত করে সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে ফেলা। সাহওয়াত, ভ্রষ্ট, দালাল ট্যাগ লাগিয়ে সমাজে তাদেরকে অপদস্থ করা। এভাবে অপমান করতে থাকলে হয়তো দাউলার বিরোধীতা করা থেকে তারা বিরত থাকবে। দাউলার মিডিয়া সেন্টার থেকে শাইখ মাকদিসীকে "হিজড়া,দালাল" বলে গালি দেওয়া হয়েছিলো। শাইখ জাওয়াহিরী হাফিঃ প্রেসিডেন্ট মুর্সির জন্য "হেদায়াতে"র দোওয়া করে ছিলেন। দাউলার মিডিয়া সেন্টার থেকে দাবি করা হয়, প্রেসিডেন্ট মুর্সি গণতন্ত্রী, অতএব তিনি মুর্তাদ। আর মুর্তাদের জন্য দোওয়া করার কারনে জাওয়াহিরীও মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তিনি এখন আর আমীর হওয়ার যোগ্য নন। মুর্সির জন্য দোওয়া করার কারণে শাইখ বাগদাদীও কায়দাতুল জিহাদকে মানহাজ থেকে বিচ্যুত বলেছিলেন।

আমরা সকলে জানি, যে ওমর রাঃ যখন কাফের ছিলেন তখন রাসূূল সঃ ওমর রাঃ জন্য হেদায়াতের দোওয়া করেন। রাসূল সঃ যদি কাফেরের জন্য হেদায়াতের দোওয়া করেন, তাহলে শাইখ জাওয়াহিরী কি পারে না মুর্সির হেদায়াতের জন্য দোওয়া করতে..?

এই পরিকল্পনা সামনে রেখে দাউলার মিডিয়া সেন্টার, তাদের বিপক্ষে কথা বলে এমন সকল ওলামা-মুফতীদের অপদস্থ, লাঞ্চিত করে ছেড়েছে।

২: বিপক্ষের ওলামাদের ব্যক্তি গত ফোন কল রেকর্ড করে ব্লাকমেইল করা। ওলামাদের ঘনিষ্ট ব্যক্তিদের দলে ভিড়ানোর মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয়। কাহতানী শাইখ বাগদাদীর নিকট অনুমতি চান যে, কাহতানী বাগদাদীর পরিচয় দিয়ে শাইখ সুলাইমান আলওয়ানের কাছে ফোন করবেন। বাগদাদীর ফোন পেয়ে হয়তো সুলাইমান আলওয়ান সৌজন্যতা রক্ষা করে বাগদাদীর প্রশংসা করবে। সেই প্রশংসা বাক্য রেকর্ড করাই কাহতানীর লক্ষ্য। শাইখ সুলাইমান আলওয়ান হলেন সৌদি আরবের সালাফি জিহাদের বরেণ্য মুফতী। সৌদি সরকার তাকে একাধিক বার জেলে পুরে ছিলো। তার সামাণ্য প্রশংসা দাউলার জন্য অনেক বড় প্লাসপয়েন্ট ছিলো।

.

কাহতানী সুলাইমান আলওয়ানের সাথে বাগদাদী পরিচয়ে ১৬ মিনিট কথা বলেন। সেখানে তিনি সৌজন্যবোধ রক্ষা করে বাগদাদীর প্রশংসা করেন। এবং তার জন্য দোওয়া করেন। কাহতানী কথাগুলো রেকর্ড করে। এভাবে শাইখ আলওয়ানের ঘনিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে তার ব্যক্তিগত কথা রেকর্ড করা হয়। তিনি তার কয়েকজন নিকটস্থ ব্যক্তির কাছে প্রেসিডেন্ট মুর্সির প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এই কথাগুলো কোনো ফাতওয়া ছিলো না। ফিকহী আলোচনাও ছিলো না। এগুলো তার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত ছিলো। কিন্তু শাইখ সুলাইমান আলওয়ানের সেই কথাগুলোর রেকর্ড দাউলার মিডিয়া সেন্টারে চলে যায়। শাইখকে অপরিচিত ব্যক্তিদের দিয়ে হুমকি দেওয়া হয় যে, আপনার কথা আমাদের কাছে রেকর্ড আছে। দাউলার ব্যপারে আপনি চুপ থাকুন। অন্যথায় রেকর্ডগুলো অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। শাইখের কথাগুলো অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। এরপর থেকে শাইখ আলওয়ান দাউলার ব্যপারে নীরবতা গ্রহণ করেন। আরো অনেক শাইখদের মুখ দাউলা এভাবে থামিয়ে দেয়।

.

হাজ্জী বকর অডিও রেকর্ড প্রোচারের বিরোধী ছিলেন। তিনি বললেন, আবু হামেদ আলী আল-কুয়েতী, তার পরিচয় পূর্বে গিয়েছে, এই কুয়েতীর কাছে শাইখ বাগদাদীর গুরুত্বপূর্ণ অডিও রেকর্ড রয়েছে। কুয়েতী হয়তো রেকর্ডগুলো শাইখ আলওয়ানকে দিয়ে দিবেন।

.

শাইখ আলওয়ানের কথাগুলো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়লে তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাকে শান্ত করার জন্য কুয়েতী বাগদাদীর রেকর্ডগুলো দেন। রেকর্ডগুলো শাইখ আলওয়ানের হাতে পৌঁছলে, দাউলার পক্ষ থেকে শাইখের কথা রেকর্ড করার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়। এবং এই ঘটনার সাথে দাউলার কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করা হয়। এর পর শাইখ আলওয়ান দাউলার বিষয়ে কখনও মুখ খুলেন নি। আবদুল আজিজ আত-তারোফী এবং আবু হামেদ কুয়েতীর কথাও রেকর্ড করা হয়।

.

দাউলা কেন অপরিচিত ব্যক্তিদের দিয়ে ভিডিও রিলিজ করে থাকে..?

দাউলা কোনো ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে দাউলার মুখপাত্র আদনানীর মাধ্যমে করে থাকে। কিন্তু কোনো ভিডিও বার্তায় কাউকে হুমকি-ধোমকি বা তাকফির করার সময় অপরিচিত ব্যক্তিদের ব্যবহার করে থাকে। যাতে পরবর্তীতে প্রয়োজনে এই ভিডিওকে অস্বীকার করার সুযোগ থাকে।

গত রোযার ১৩/১৪ তারিখে দাউলা কিছু অপরিচিত লোকদিয়ে একটি ভিডিও রিলিজ করে। ভিডিওটিতে তারা হামাসকে মুর্তাদ ঘোষণা করে। হামাসকে যুদ্ধের হুমকি দেওয়া হয়। অপরিচিত লোক দিয়ে কাজটি করানোর সুবিধা হলো, কেউ যদি বলে যে, দাউলা হামাসকে তাকফির করে এবং প্রমাণ হিসেবে সেই ভিডিওটি পেশ করে। তখন খুব সহজেই দাউলার সমর্থকরা ভিডিওটি অস্বীকার করে বসে। অপর দিকে হামাসকে হুমকি দেয়ার কাজটিও সুন্দর ভাবে সম্পাদন হলো।

.

একটি আরোজ .. !!

যে সকল ভাই অনলাইনে জিহাদ চর্চা করেন, তাদের নিকট অনুরোধ করবো, কোনো ফিমেল আইডি থেকে যদি আপনাদের সাথে চ্যাটিং করা হয় তাহলে সতর্ক থাকবেন। চ্যাটিং থেকে বিরত থাকবেন। হতে পারে আপনার চ্যাটিংয়ের স্ক্রিন শট অনলাইনে ছড়িয়ে পড়বে।